কালের কণ্ঠ

তারিখ ... 2 8 MAY 2016 ...
পৃষ্ঠা ... ১৩ কলাম ৩ ...

শত বাধা পেরিয়ে

হার না মানা ওরা ১২ জন

স্বপন চৌধুরী, রংপুর ▷

চরম দারিদ্র্যের বাধা ডিঙিয়ে এসএসসি পরীক্ষায় সাফল্য দেখিয়েছে ওরা ১২ জন। বিজ্ঞান শাখা থেকে জিপিএ ৫ পেয়ে গ্রামের সবাইকে তাক লাগিয়ে দিয়েছে। অভাবের সংসারে জন্ম নেওয়া এসব মেধাবীর নাম এখন এলাকার সবার মুখে মুখে। বলা হচ্ছে, ওরা আঁধার ঘরে চাঁদের আলো।

শত বাধা পেরিয়ে সাফল্যের পথে হাঁটা এসব শিক্ষার্থীর সবারই বাড়ি রংপুরের কাউনিয়া উপজেলায়। সবাই দিনমজুর পরিবারের সন্তান। কেউ কেউ আবার মা-বাবাহারা এতিম। দুই বেলা দুই মুঠো খাবার জোটেনি। চাহিদামতো জোগাড় হয়নি পোশাক। তবুও দমে যায়নি ওরা। হার মানেনি দারিদ্র্যের কাছে। শিক্ষা জীবনের প্রথম এ সাফল্যে এখন ওদের দুই চোখে এগিয়ে যাওয়ার স্বপ্ন। কিন্তু এই অদম্য মেধাবীদের সেই স্বপ্ন পূরণে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে দারিদ্র্য।

আজদাদুম আছমা সুমি : কাউনিয়া উপজেলার মদামুদন উচ্চ বিদ্যালয় থেকে বিজ্ঞান বিভাগে অংশ নিয়ে জিপিএ ৫ পেয়েছে সুমি। দরিমদন মোহন গ্রামের দিনমজুর মানসিক ভারসাম্যহীন আহাম্মদ হোসেনের মেয়ে সুমি অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ নিয়ে দুশ্চিন্তায় আছে সে। অভাবের সঙ্গে সংগ্রাম করে মাস্টার্স পাস করা বড় ভাই এখনো বেকার। বড় বোন গণিতে অনার্স পড়েন এবং আরেক বোন এইচএসসির শিক্ষার্থী। বাবার দিনমজুরির আয়ে সংসারই চলে না। ভাইবোনের মধ্যে সবার ছোট সুমি। তার লেখাপড়ার খরচ জুগিয়েছে সুই-সুতার কাজ করে।

মা আবিদা বেগম মেয়ের সাফল্যে খুশি হলেও তার ভবিষ্যৎ নিয়ে দুশ্চিন্তায় আছেন। মেয়ের স্বপ্ন ডাক্তার হওয়ার। কিন্তু এই নিদারুণ অভাবের সংসারে কিভাবে তা সম্ভব! তিনি মেয়ের জন্য সবার দোয়া ও সহযোগিতা কামনা করেছেন।

ইব্রাহিম আলী : এসএসসিতে বাংলা বাজার উচ্চ বিদ্যালয় থেকে বিজ্ঞান বিভাগে জিপিএ ৫ পেয়েছে ইব্রাহিম আলী। সে রংপুরের শ্রমিক অধ্যুষিত হারাগাছ এলাকার মধ্য ঠাকুরদাস গ্রামের মরহুম আব্দুস সাত্তারের ছেলে। মা সাহিদা বেগম অন্যের বাড়িতে ঝিয়ের কাজ করে দুই ছেলেকে লেখাপড়া করাচ্ছেন। অর্ধাহার-অনাহারসহ সব প্রতিবন্ধকতা জয় করে এগিয়ে চলা ইব্রাহিমের স্বপ্ন চৌকস ইঞ্জিনিয়ার হওয়া।

ইব্রাহিম জানায়, সে প্রাইভেট পড়িয়ে নিজের লেখাপড়ার খরচ জোগাড় করেছে। মা সাহিদা বেগমেরও স্বপ্ন ছেলে একদিন মানুষের মতো মানুষ হবে। কিন্তু ছেলের এগিয়ে যাওয়ার পথে বড় বাধা দারিদ্র্য নিয়ে দুশ্চিন্তায় তিনি।

দিপা রানী রায় : বাহাগিলি গ্রামের ভরত চন্দ্রের মেয়ে দিপা রানী রায় ধর্মেশ্বর উচ্চ বিদ্যালয় থেকে বিজ্ঞান শাখায় এবার এসএসসি পরীক্ষায় অংশ নিয়ে জিপিএ ৫ পেয়েছে। এর আগে পঞ্চম ও অষ্টম শ্রেণিতেও বৃত্তি পেয়েছিল এই মেধাবী।

মা শোভা রানী জানান, দিপার বাবা গার্মেন্টকর্মী। তাঁর আয়ে অতিকষ্টে সংসারটা টেনে নিতে হচ্ছে। তার ওপর মেয়ের লেখাপড়ার খরচ জোগাতে গিয়ে প্রতিনিয়ত হিমশিম খেতে হচ্ছে। বসতভিটা ছাড়া আর কোনো জমিজিরাতও নেই।

ডাক্তার হওয়ার স্বপ্নের কথা বলতে গিয়ে হাউমাউ করে কেঁদে ওঠে মেধাবী দিপা।

সাকিব আহম্মেদ : রাজমিস্ত্রির ছেলে প্রমাণ করেছে, ইচ্ছা থাকলে সাফল্যের শীর্ষে ওঠা যায়। এবার এসএসসিতে ধর্মেশ্বর মহেশা উচ্চ বিদ্যালয় থেকে বিজ্ঞান বিভাগ থেকে জিপিএ ৫ পেয়েছে সাকিব আহম্মেদ। চণ্ডিপুর গ্রামের রাজমিস্ত্রি ফারুক হোসেনের এই মেধাবী সন্তান এর আগে পিইসি ও জেএসসিতে বৃত্তি পেয়েছিল।

মা রঞ্জিনা বেগম জানান, তিন ছেলে নিয়ে তাঁদের সংসার। সম্বল বলতে বসতভিটা ছাড়া আর কিছু নেই। অভাবের সংসারে লেখাপড়ার খরচ জোগাতে বাবার সঙ্গে সাকিবকেও রাজমিস্ত্রির কাজ করতে হয়েছে। এই অদম্য মেধাবী ইঞ্জিনিয়ার হতে চায়।

মাধবী রানী : কাউনিয়া বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় থেকে বিজ্ঞান শাখায় এসএসসিতে জিপিএ ৫ পাওয়া মাধবী রানী নিজপাড়া গ্রামের গ্রাম পুলিশ লক্ষ্মীকান্তের মেয়ে। মা অনিতা রানী জানান, মাত্র আট শতক জমির ওপর বসতভিটা ছাড়া কিছুই নেই তাঁদের। দুই সন্তানসহ চারজনের সংসার চালাতে তাঁকেও সেলাইয়ের কাজ করতে হয়। এ অবস্থায় মাধবীর ভবিষ্যৎ নিয়ে দিশাহারা হয়ে পড়েছেন তাঁরা।

সাইদুল ইসলাম : দারিদ্র্য ও অর্থ সংকট দমিয়ে রাখতে পারেনি এতিম সাইদুল ইসলামকে। মা-বাবাহারা এই মেধাবী গাজিরহাট উচ্চ বিদ্যালয় থেকে এসএসসি পরীক্ষা দিয়ে বিজ্ঞান বিভাগে জিপিএ ৫ পেয়েছে। কিন্তু অর্থ সংকটে উচ্চ শিক্ষা গ্রহণ নিয়ে সে এখন চরম দুশ্চিন্তায়। দিনমজুর মামা আমিনুলের পক্ষে এখন আর সাইদুলের পড়ালেখার খরচ চালানো সম্ভব নয়। অর্ধাহার-অনাহারসহ সব প্রতিবন্ধকতা হার মানিয়ে ভালো কলেজে পড়ার স্বপ্ন নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে সাইদুল। সে চায় ডাক্তার হতে। সহৃদয় ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের একটু সহায়তাই পারে ওর স্বপ্ন সফল করতে।

স্বপন চন্দ্র বর্মণ : গাজিরহাট উচ্চ বিদ্যালয় থেকে বিজ্ঞান বিভাগে জিপিএ ৫ পেয়েছে স্বপন। সে নিজপাড়া গ্রামের রাজমিস্ত্রির জোগালি বংক চন্দ্রের ছেলে। স্বপন জানায়, বাবার আয়ে তাদের সংসার চলে না। অভাবের সংসারে অর্থ জোগাড় করা ও পড়াশোনার খরচ চালাতে বাবার সঙ্গে তাকেও কাজ করতে হয়। মা শান্তি রানী বলেন, 'লেখাপড়ার প্রতি ছেলের আগ্রহ দেখে মন ভরে যায়। কিন্তু তার উচ্চ শিক্ষার ব্যয় মেটানোর সামর্থ্য আমাদের নেই। এ অবস্থায় ছেলের স্বপ্ন পূরণে সবার দোয়া ও সহযোগিতা চাই।'

জিহান রহমান জন : হারাগাছ বহুমুখী উচ্চ বিদ্যালয় থেকে বিজ্ঞান শাখা থেকে এবার এসএসসি পরীক্ষায় অংশ নিয়ে জিপিএ ৫ পেয়েছে জন। এটা তার কঠোর পরিশ্রমের ফল। পোদ্দারপাড়া বাঘটারী গ্রামের মৃত মুক্তিযোদ্ধা নুরুল হকের ছেলে সে। জন জানায়, মাত্র ১২ শতক জমির ওপর বসতভিটটুকু ছাড়া সম্বল বলতে কিছুই নেই তাদের। বাবার মৃত্যুর পর বড় ভাইয়ের আয় ও মা যে ভাতা পান তা দিয়ে কোনোমতে তাদের তিনজনের সংসার চলে। জনের স্বপ্ন ডাক্তার হওয়া। মা জাহানারা জানান, অভাব-অনটনের সংসারে ছেলের স্বপ্ন কিভাবে পূরণ হবে, তা ভেবে তিনি দিশাহারা।

রাকিব হোসাইন : নিজদর্পা গ্রামের শাহাজাহান মিয়ার ছেলে রাকিব প্রমাণ করেছে ইচ্ছা আর অধ্যবসায় থাকলে সাফল্য পাওয়া যায়। এসএসসিতে জিপিএ ৫ পাওয়া রাকিব এবার এসএসসি পরীক্ষা দিয়েছিল নিজদর্পা উচ্চ বিদ্যালয় থেকে। রাকিব জানায়, দিনমজুর বাবার আয়ে তাদের সংসার চলে না। অভাবের সংসারে লেখাপড়ার খরচ চালাতে বাবার সঙ্গে তাকেও দিনমজুরের কাজ করতে হয়। মা ছালেহা বেগম বলেন, 'দিনমজুরির আয়ে চারজনের সংসারই চলে না। সেখানে ছেলের ডাক্তার হওয়ার স্বপ্ন কিভাবে পূরণ হবে তা ভেবে পাচ্ছি না।'

মোহাইমিনুল ইসলাম লিয়ন : হারাগাছ পৌরসভার ঠাকুরদাস গ্রামের কঠিন রোগে আক্রান্ত দিনমজুর জাহাঙ্গীর আলমের মেধাবী ছেলে মোহাইমিনুল ইসলাম লিয়ন। নিত্য অভাব মোকাবিলা করেই সে এবার এসএসসিতে বাংলাবাজার উচ্চ বিদ্যালয় থেকে বিজ্ঞান বিভাগে জিপিএ ৫ পেয়েছে। লিয়ন জানায়, ছয় ভাইবোনসহ মা-বাবাকে নিয়ে তাদের আটজনের সংসার। তিস্তার গর্ভে তাদের ভিটেমাটি বিলীন হওয়ার পর মাত্র আট শতক জমির ওপর বাড়ি ছাড়া আর কিছুই নেই। গার্মেন্ট শ্রমিক ভাইয়ের উপার্জনে কোনোমতে চলে তাদের সংসার। লিয়ন চায় ডাক্তার হয়ে মানুষের সেবা করতে। মা মারুফা বেগম জানান, অভাবের সংসারে ছেলে সেই পথ পাড়ি দেবে কিভাবে, তা তার জানা নেই।

রঞ্জু মিয়া : বাংলা বাজার উচ্চ বিদ্যালয় থেকে বিজ্ঞান বিভাগে জিপিএ ৫ পেয়েছে রঞ্জু মিয়া। মধ্য ঠাকুরদাস গ্রামের পান দোকানদার আরেফিন মিয়ার ছেলে এই মেধাবী জানায়, সে এত দিন প্রাইভেট পড়িয়ে তার লেখাপড়ার খরচ জুগিয়েছে। মা আরেকা ছেলের সাফল্যে খুশি হলেও ভবিষ্যৎ নিয়ে দুশ্চিন্তায় আছেন।

আজিজুল ইসলাম : মধ্য ঠাকুরদাস গ্রামের মশিয়ার রহমানের মেধাবী ছেলে আজিজুল। দরিদ্র পরিবারে অভাব অনটনের মধ্যেও সে বাংলাবাজার উচ্চ বিদ্যালয় থেকে বিজ্ঞান বিভাগে এসএসসি পরীক্ষায় অংশ নিয়ে জিপিএ ৫ পেয়েছে। পিইসি ও জেএসসিতেও সে বৃত্তি পেয়েছিল।

আজিজুল জানায়, বাবার উর্পাজন দিয়ে কোনোমতে চলে তাদের সংসার। নুন আনতে পানতা ফুরায় অবস্থা। এত দিন বৃত্তির টাকা দিয়ে লেখাপড়া করেছে সে। কিন্তু ইঞ্জিনিয়ার হওয়ার স্বপ্নটা দারিদ্র্যের কাছে হেরে যাবে কি না, এই নিয়ে সে চরম দুশ্চিন্তায় দিন কাটাচ্ছে।

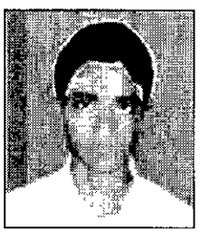
আজিজুল ইসলাম

রঞ্জু মিয়া

ইব্রাহিম আলী

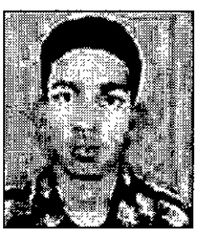
রাকিব

স্বপন চন্দ্র

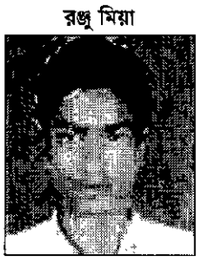
জিহান

সুমী

লিয়ন

দীপারানী

মাধবী রানী

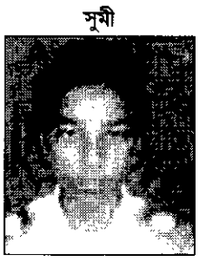
সাকিব আহম্মদ

সাহিদুল ইসলাম